

বিভক্ত এপার বাংলা ওপার বাংলা

প্রদীপ দেব

১

মুক্তমনার পাতায় এবং ফোরামে ডঃ বিপ্লব পাল খুব সক্রিয় একজন লেখক। বিজ্ঞান, সমাজ উন্নয়ন, সংস্কৃতি, ধর্ম, নাস্তিকতা, সমাজের ছোটবড় অসজ্ঞাতি সবকিছু নিয়েই লিখেন তিনি। আমেরিকায় প্রচন্ড ব্যস্ত জীবন থেকে কষ্ট করে সময় বের করে তিনি যে এতসব করছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। তবে তাঁকে শুধুমাত্র ধন্যবাদ দেয়ার জন্য আমি এ লেখা লিখতে বসিনি।

২

মুক্তমনা ফোরামে গত কয়েক সপ্তাহে ডঃ পালের বেশ কয়েকটি মেইলে ও লেখায় খেয়াল করেছি, কেউ যখন তাঁর লেখার সামান্য সমালোচনা করেন বা তাঁর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন - তিনি রেগে যান। আর যখন রাগেন এবং রেগে গিয়ে লিখে ফেলেন - সে লেখায় যুক্তির চেয়ে বেশি থাকে আক্রমণ। আর সে আক্রমণের ভাষাও মাঝে মাঝে হয়ে পড়ে অশালীন। এই তো সেদিন বললেন - বাংলাদেশে ধর্মান্ধদের ধরে ধরে গুলী করে মারলেই সমস্যার সমাধান হবে - যেমন হয়েছে তুরস্কে। সে উত্তাপ কমে আসতে না আসতেই তিনি নিয়ে এলেন ফারাক্কা প্রসঙ্গ।

৩

ফারাক্কার পানি সমস্যা বাংলাদেশের একটি বিরাট সমস্যা। এ ব্যাপারে ভারতের সাথে বাংলাদেশের উচ্চপর্যায়ের আলোচনা, চুক্তি ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এটা একটি জাতীয় সমস্যা। ডঃ বিপ্লব পাল এ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছেন - এটাও হয়তো তাঁর উদারতার পরিচয় এবং হয়তো বাংলাদেশের জন্য বিরাট পাওনা। (?)

ডঃ বিপ্লব পালের “এবার ভুখা মরবে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের চাষীরাঃ আপনারা সোচ্চার হোন” শিরোনামে লেখাটি মুক্তমনায় প্রকাশিত হয়েছে ২২/৪/২০০৬ তারিখে (Message no: 32678)। ডঃ পালের বাংলা লেখায় বানান বিভ্রাট বড় প্রকট। মনে হয় বাংলার চেয়ে ইংরেজিতে বেশি অভ্যস্ত বলেই এরকম হয়। (কিন্তু তাঁর ইংরেজি বানান নিয়েও অভিযোগ করেছেন Mehul Kamdar (Message no: 32808, 26 April, 2006 3:03 am))। বক্তব্য বুঝতে অসুবিধা না হলে বানান কোন সমস্যা নয়। কিন্তু লেখায় যদি তথ্যবিভ্রাট থাকে এবং তা কেউ দেখিয়ে দেয়ার পরেও যখন ভুল স্বীকার করতে অহংবোধে বাধে - তখন সত্যিই সমস্যা তৈরি হয়।

ডঃ পালের লেখার কিছু অংশ এখানে হুবহু উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি। তিনি লিখেছেন,

“ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনীতি হচ্ছে, জোর যার, মুল্লুক তার মুল্লুক তার। এই মুহুর্তে জোট সরকার পশ্চিমবঙ্গের ওপর নির্ভরশীল। এবং জল সম্পদ মন্ত্রী একজন বাঙালী-প্রিয় রঞ্জন দাশমুনসি।

বিহার উত্তর প্রদেশের জল চুরি ঠেকাতে এর থেকে ভালো সুযোগ আসবে না। তাই আমরা ঠিক করেছি, প্রিয় কে আমরা দুপার বাংলা থেকে চিঠি পাঠাবো। বেগম জিয়া এবং বুদ্ধবাবুকেও এক কপি করে দেওয়া হবে। আপনারা চিঠি লিখুনঃ

biplabpal2000@yahoo.com

প্রথম দুশোটা চিঠি নিয়ে একটা বড় চিঠি বানিয়ে আমরা প্রিয়র কাছে পাঠাচ্ছি। ইমেলে নয়, একদম সাক্ষাতেই ভিন্নমতের পক্ষ থেকে উভয় বাংলার প্রতিবাদ পাঠাবো।

আপনারা এগিয়ে এসে, বাংলার কৃষকদের স্বার্থে একটা চিঠি লিখুন প্লীজ।

পৌছানোর দায়িত্ব আমাদের। আমি উনার একটা ফোন ইন্টারভিউ নেওয়ার চেষ্টা করছি। সেখানে আমরা চেষ্টা করবো, আপনাদের বক্তব্য পৌছে দিতে।”

মহৎ উদ্যোগ তাতে সন্দেহ নেই। লেখা পড়ে মনে হলো ডঃ পালের ক্ষমতা অনেক। তিনি প্রিয়রঞ্জন দাসমুনসির সাথে টেলিফোনে কথা বলে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দেবেন। আবার ই-মেইলে নয়, একদম সাক্ষাতেই উভয় বাংলার প্রতিবাদ পাঠাবেন, খুবই ভালো কথা। কিন্তু প্রশ্ন জাগা তো খুবই স্বাভাবিক যে তিনি প্রিয়রঞ্জন দাসমুনসিকে এখনো ভারতের জলসম্পদ মন্ত্রী মনে করছেন কেন? ২০০৫ সালের ডিসেম্বর থেকেই ভারতের জলসম্পদ মন্ত্রী প্রফেসর সাইফ-উদ্-দিন সজ্। সুতরাং প্রিয়কে চিঠি পাঠানোর ব্যাপারে কেউ কেউ তো ডঃ বিপ্লব পালের সাথে একমত নাও হতে পারেন।

৪

ভজন সরকার ডঃ পালের আহ্বানে সাড়া দিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করে কারণ সহ একটি চিঠি লিখেছেন মুক্তমনার পাতায় (Message no: 32714, 22 April, 2006 3:02pm)। চিঠিতে ভজন সরকার খুবই বিনীত ভাবে জানতে চেয়েছেন যে ভারতের কেন্দ্রীয় দপ্তরের জল সম্পদ মন্ত্রী এখনো প্রিয়বাবু কি না। আর গুরুত্ব দিয়েছেন ফারাঙ্কার ইতিহাস, রাজনীতি ও প্রেস্কাপট সম্পর্কে বিস্তারিত জানার ওপর। খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। ডঃ পাল হয়তো অনেক জানেন এ ব্যাপারে। কিন্তু তাঁর চিঠিতে সে জ্ঞান ঠিকমতো প্রতিফলিত হয়নি বলেই এ প্রসঙ্গটি এসেছে ভজন সরকারের চিঠিতে।

এ চিঠির উত্তরে ডঃ পাল “আত্মবঞ্চনার বাঙালী” শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করলেন। মুক্তমনায় ভজন সরকারের চিঠিতে (Message no: 32751, April 24, 2006, 6.47am) এ প্রবন্ধের লিংক দেয়া আছে। ডঃ পাল তাঁর প্রবন্ধে ভজন সরকারের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে খুবই আক্রমণাত্মক ভাষায় বলছেন যে ফারাঙ্কার ইতিহাস জানার কোন দরকার নেই। বলছেন, “এর সাথে ফারাঙ্কার ইতিহাসের সম্পর্কটা কি মশাই? আর আমার জেনেই বা কি হবে? আমরা কি ফারাঙ্কার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছি নাকি?”

ভজন সরকার তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন, “প্রিয় কিংবা খালেদার কাছে চিঠি-পত্র চালাচালি করে লাভ নেই। দরকার দু-বাংলার মানুষের সচেতনতা আর রাজনৈতিক সদিচ্ছা। প্রিয় কিংবা খালেদার নোংরা রাজনীতি দিয়ে হবে না।” এর উত্তরে ডঃ পাল লিখলেন, “আরো অবাক হয়েছি তার শেষ কথায়। আমাদের সচেতন হতে হবে!! সচেতন হয়ে কি ছেঁড়া যাবে? এটা গণতন্ত্র। এখানে সচেতনতার হাত ভোটের বাস্তবে না পৌঁছালে, কেও ফিরে তাকাবে না।” ডঃ পাল এটা কী লিখলেন? গণতন্ত্রে বুঝি নাগরিক সচেতনতার স্থান নেই? আর “কি ছেঁড়া যাবে?”- এটা কোন ধরনের ভাষা আপনার?

খালেদা জিয়ার প্রসঙ্গো বলতে গিয়ে ডঃ পাল হঠাৎ বাংলাদেশের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন। লিখলেন,

“বাংলাদেশে হিন্দুরা অত্যাচারিত, কারণ তারা কাপুরুষ। কোনদিন কেও শুনেছে এদের কেও প্রাণের ভয় অগ্রাহ্য করে লাঠি হাতে ইসলামিস্টদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে? ভারতের মুসলিমরা কোন গ্রামে তাদের ভিটে মাটি ছেঁরেছ? সেটা কি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের উদারতা? মোটেও না। তারা জোটবদ্ধ হয়ে তাদের ভিটে মাটি টিকিয়েছে বলেই, তাদের গায়ে হিন্দুত্ববাদিরা হাত দিতে ভয় পায়। বাংলার হিন্দুদের ইতিহাস কাপুরুষদের ইতিহাস।”

ডঃ পালের কাছে বাংলাদেশের হিন্দুরা কাপুরুষ, বাংলার হিন্দুদের ইতিহাস কাপুরুষের ইতিহাস। ভারতের মুসলমানদের লাঠি হাতে নেয়ার প্রসঙ্গ তুলে তিনি একথাই স্পষ্ট করে দিলেন যে ভারতের মুসলমানরা লাঠি হাতে না নিলে ভারতের হিন্দুরা তাদের মেরে শেষ করে দিতো। ডঃ পাল মনে করছেন লাঠি হাতে নিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এতেই বোঝা যাচ্ছে - সমস্যা বোঝার ব্যাপারে এবং তার সমাধানের ব্যাপারে ডঃ পালের দৌড় কতটুকু। এ প্রসঙ্গো তাঁর সাথে কোন আলোচনা করতে ইচ্ছে করছে না। কেবল মনে হচ্ছে আমাদের মতো কাপুরুষের বংশধরদের পেছনে ডঃ পালের মত মহাপুরুষের সময় ও মেধা নষ্ট করার দরকার কী?

৫

ডঃ পাল তাঁর প্রবন্ধে কিন্তু ভারতের জল সম্পদ মন্ত্রী এখনো প্রিয় বাবু আছেন কি না - সে ব্যাপারে কিছুই উল্লেখ করেন নি। হয়তো খুঁজে দেখার সময় পান নি বা প্রিয়বাবুকে টেলিফোনে পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে ভজন সরকার আবারো প্রশ্ন করলে ডঃ পাল লিখলেন (Message 32765, April 25, 2006, 8:51pm),

I guess Mr Vajan Sarkar didn't read my previous posting in which I said Mr Munsi was Minister of I&B and he also negotiated with BD water resource ministry as Indian representative of water resource ministry. Prof Saiz was water resource minister last year.

Irrespective of any thing, Mr Munsi is quite critical-because he is the most vocal among Benagli MPs. I will prefer him and Pranab Mukherjee to raise this issue because their constituency will suffer from it as well. Besides, it is much less difficult for me to reach to them as well.

দেখা যাক, আগের চিঠিতে ডঃ পাল আসলে কী লিখেছিলেন। যে চিঠিটি ভজন সরকারের চোখে পড়েনি বলে অনুমান করছেন ডঃ পাল, সেটির প্রথম অংশ হুবহু নিম্নরূপঃ (Message No: 32737, April 23, 2006, 11:03pm):

Priya was IB minister and only recently he was given the charge of water resources, as per as I remember for a famous meeting he had with his BD counterpart very recently. I will check, I have written a formal letter to water resource ministry.

তারপর তিনি গণতন্ত্র বিষয়ে কিছু বলেছেন যা এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করলাম না। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে ডঃ পাল যা বলেছেন বলে দাবী করছেন তা এখানে কোথায়? ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কে কোন দপ্তরে কাজ করছেন তা খুঁজে বের করা কি খুব কঠিন? বিশেষ করে ডঃ পালের মত ব্যক্তিত্বের কাছে? আমি গুগলে সার্চ করে দেখলাম <http://Cabsec.nic.in/coumin.htm> এর পাতায় সব মন্ত্রীর নাম দপ্তর সহ দেয়া আছে। ৭/২/২০০৬ তারিখেই সর্বশেষ রদবদল ঘটেছিলো মন্ত্রিসভায়। সে তালিকাই দেয়া আছে। সে অনুযায়ী প্রিয়রঞ্জন দাসমুনসি পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স এন্ড ইনফরমেশান এন্ড ব্রডকাস্টিং মিনিস্টার, প্রফেসর সাইফ-উদ্-দিন সজ হলেন মিনিস্টার অব ওয়াটার রিসোর্সেস।

দেখা যাচ্ছে ডঃ পাল আমাদের ভুল তথ্য দিয়েছেন একবার নয়, দুবার। এবং সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করা তো দূরের কথা, স্বীকারও করছেন না। কেনই বা করবেন। তিনি নিজেই তো বলেছেন তাঁর চিঠিতে (Message 32765, April 25, 2006, 8:51pm),

I have seen enough of Bengali people in my life, seeing one more such sample will not make any difference for me.

I don't need certificate from others to call me secular.

৬

এত কিছু পরেও রাগ কমেনি ডঃ পালের। ভজন সরকারের ধারাবাহিক 'বিভক্তির সাতকাহন-৬' প্রসঙ্গে আবার কিছু একপেশে মন্তব্য করলেন তিনি। বিভক্তির সাতকাহন-৬ - এ ভজন সরকার লিখেছেন, “১৯৭১ সনে মুসলিম বাংলাদেশীরা ধর্মের চেয়ে ভাষা ও বাংলাদেশীত্বকে উপরে স্থান দিয়েছিল। কিন্তু সে তুলনায় শিক্ষা সংস্কৃতিতে এগিয়ে থাকা পশ্চিম বাংলার অগ্রসর বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী কিংবা রাজনৈতিক নেতারা বাংলাদেশী জাতিসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে কোন আন্দোলন কিংবা সংগ্রামই করে নি। বরং কিছু কিছু বামপন্থীরা মার্কিন-চীনা আত্মতের জন্য করেছে বিরোধীতা। বাংলাদেশীত্বের চেয়ে বৃহত্তর ভারতীয় সত্ত্বাতে নিজেদের মিশিয়ে দিতেই আগ্রহী হয়েছে বেশী করে।”

ডঃ পাল এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ভজন সরকারের এ কথাগুলো কল্পনাপ্রসূত, বানানো। বাঙালিসত্ত্বাকে প্রচার ও প্রসারে ভারতীয় বাঙালিরা কী কী করেছেন তার একটি তালিকা দিয়েছেন ডঃ পাল। পশ্চিম বঙ্গো এখন বাংলায় অফিস আদালত চলে, বাংলা সাইনবোর্ড দেখা যায়, ৩২০০ লিটল ম্যাগাজিন বের হয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে (আমেরিকাতেও এত লিটল ম্যাগাজিন বের হয় কিনা - সে ব্যাপারেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ডঃ পাল), তিন কোটি মানুষ দৈনিক কমপক্ষে একটি সংবাদপত্র পড়েন। খুবই খুশির খবর। বাংলার প্রসার ঘটলে যে কোন বাঙালিরই ভালো লাগে। আমারও লাগছে এ খবরে।

কিন্তু ডঃ পাল এরপরে দাবী করছেন বিশ্বব্যাপী বাংলা প্রসারে ভারতীয় বাঙালিদেরই অবদান আছে, সে তুলনায় বাংলাদেশের বাঙালিদের অবদান নগণ্য। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল, সত্যজিতের লেখার ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনুবাদের কথা উল্লেখ করেছেন ডঃ পাল। বিশ্ব চলচিত্রের বাজারে বাঙালিদের মাঝে একমাত্র সত্যজিৎ রায় এবং ইদানিং ঋতুপর্ণা ও অপর্ণা সেন জায়গা করতে পেরেছেন বলছেন ডঃ পাল। আমিও মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তিনি বাংলাদেশের চেয়ে ভারতীয় বাঙালিত্ব সেরা প্রমাণ করার জন্য যখন বলেন, “I have failed to find any Bangladeshi Bengali culture at world level-something that is being consumed by the foreigners as a movie or literature.” মেনে নিতে পারি না।

ডঃ পাল কি জানেন যে বিশ্বব্যাপী ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের কৃতিত্ব কাদের? তিনি কি চলচিত্রকার তারেক মাসুদের নাম শুনেছেন? দেখেছেন কি ‘মাটির ময়না’? জানেন কি বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের সবচেয়ে সফল প্রতিফলন বাংলাদেশেই হয়েছে? বাংলাদেশের টিভি অনুষ্ঠানগুলোর মান যে কোলকাতার টিভি অনুষ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশি শিল্পসম্মত তা কি জানা আছে ডঃ পালের? বাংলা বইয়ের ইংরেজি অনুবাদের কথা বলছেন? তসলিমা নাসরিনের বই পৃথিবীর যত ভাষায় অনূদিত হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে তা রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গেছে। এসবের তালিকা অনেক দীর্ঘ করা যায়। কিন্তু আমি মনে করি শিল্পকলাকে ভৌগোলিক সীমারেখায় বেঁধে ফেলা যায় না, এবং তা করা উচিতও না। কোন কিছু শিল্পোত্তীর্ণ হলে তা হয়ে পড়ে সারা বিশ্বের। কিন্তু তারপরও যদি মনে করেন আপনারাই সব - তবে তাই হোক।

২৯ এপ্রিল, ২০০৬
ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া।